নারীশ্রমিক বার্তা

নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র সান্মাসিক বুলেটিন বর্ষ ০১ | সংখ্যা ০১ | ফেব্রুয়ারি-জুন ২০১৭

আহ্বায়কের কথা

নারী-পুরুষ, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য একটি বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তুলতে ১৯৭২ সালে 'বাংলাদেশ সংবিধান' প্রণীত হয়েছে। কিন্তু হাজার বছরের লালিত পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব ও সমাজ-কাঠামো, ধর্মান্ধতা, মৌলবাদ, একাত্তরের পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত সরকার বদল ও সরকারে-সরকারে অসম দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি কারণে নারীসমাজকে পুরুষের সমপর্যায়ে আসতে অনেক চড়াই-উৎরাই পাড়ি দিতে হয়েছে। স্বাধীনতার ৪৬ বছরের বাংলাদেশে আজকের নারীরা অনেকটাই এগিয়ে আছে। তবে নারীদের মধ্যে যে নারীরা অল্প শিক্ষিত এবং কায়িক পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করছে তারা আরও বেশি শোষিত হচ্ছে এবং মর্যাদাহীন জীবন-যাপন করছে।

একথা মানতেই হবে পুরুষের পাশাপাশি নারী শ্রমশক্তি আজকের অর্থনীতির ভিত মজবুত করতে অবদান রেখে চলেছে। গার্মেন্টশিল্প বাংলাদেশের রফতানি আয়ের প্রধান খাত। প্রায় ৪০ লক্ষ নারীর শ্রমের অবদান এ খাতকে বিশ্বে মর্যাদার আসনে দাঁড় করিয়েছে। অন্যদিকে গ্রামীণ অর্থনীতির প্রধান ক্ষেত্র কৃষিতেও নারীশ্রমিকের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। শ্রমশক্তি জরীপ ২০১৩ অনুযায়ী কৃষিক্ষেত্রে যেখানে ২০০২-০৩ অর্থবছরে পুরুষ শ্রমশক্তি ছিল ৫১.৭ শতাংশ তা ২০১৩-তে কমে হয়েছে ৪৫.১ ভাগ। কৃষিতে লাভ কম হওয়ায় পুরুষেরা অন্য কাজে চলে যাচ্ছে তাই গ্রামীণ অর্থনীতির প্রধান ক্ষেত্র কৃষিও নারীশ্রম কেন্দ্রিক হয়ে উঠছে। অথচ তারা শ্রমের অধিকার থেকে বঞ্চিত, এখনও পাহাড়সম মজুরি বৈষম্যের শিকার নারীকৃষিশ্রমিকেরা। নারীশ্রমিকের কষ্টার্জিত শ্রমে চা শিল্প এখনও বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। নারীশ্রমিকদের আবাসিক সংকট, মজুরি সমস্যা আজ অবধি দূর হয়নি। এছাড়া চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ, গার্হস্থ্য, নির্মাণ, চাতাল, ইট ভাটা, মাটি কাটা ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলিতেও নারীরা শ্রম দিচ্ছে। সেখানেও মজুরি সমস্যা, কর্মপরিবেশের সমস্যা বড় সমস্যা।

আশার কথা, এখন অর্থনৈতিক প্রতিটি কাজে কম-বেশি নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে যা নারীদের জন্য অবশ্যই একটি বড় সুযোগ। বাংলাদেশের নারীশ্রমিকেরাও এই সুযোগকে স্বাগত জানিয়েছে। কিন্তু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিধি-ব্যবস্থায় নারীশ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়নে এবং দক্ষ ও সাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে যে সকল ব্যবস্থার কথা বলা আছে সেগুলির বাস্তবায়ন হলে নারী ও নারীশ্রমিকেরা তার যোগ্য অধিকার ও মর্যাদা পেত। আর এই আইন-বিধির যথাযথ প্রয়োগের অভাব, শ্রমিকের প্রতি মালিকের অনাগ্রহতা, নারীশ্রমিকদের অসচেতনতা, নারীশ্রমিকেরা অসংগঠিত এই কারণগুলি মূলত নারীশ্রমিকদের ন্যায্য শ্রমের মানদণ্ড থেকে দূরে রাখছে এবং শোষণ ও বঞ্চনা না কমে বরং বেড়েই চলেছে।

বর্তমান সরকার তার রূপকল্প ২০২১ এ বলেছে, শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ ২৭ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে '২১ সাল নাগাদ ৪০ শতাংশ করা হবে। এতে আরও বলা হয়েছে '২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে বার্ষিক জিডিপির হার বাড়িয়ে ১০ করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন বেকারত্বের হার কমিয়ে আনা। আর মোট জনসংখ্যার অর্ধেক অংশ নারীদের বেশির ভাগ অংশ যদি কর্মে নিযুক্ত না থাকে তবে এ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন কখনই সম্ভব নয়। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) তে নারী ও মেয়েশিশুর ক্ষমতায়ন এবং জেন্ডার সমতা অর্জনের কথা বলা হয়েছে, যেখানে বাংলাদেশও এই বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা পূরণে অঙ্গীকারাবদ্ধ। ২০৩০ সালের মধ্যে নারী-পুরুষের সমতা অর্জনে জাতিসংঘ কাজ করে চলেছে বিভিন্ন দেশে দেশে। অর্থাৎ নারীকে পুরুষের সমকক্ষতায় আনার লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গৃহীত পদক্ষেপগুলি বলে দিচ্ছে নারীর উন্নয়ন ছাড়া বিশ্বের উন্নয়ন শ্লথ হয়ে পড়বে।

বাংলাদেশের নারী আন্দোলন নারীর অগ্রগতিতে, নারীর প্রতি বিদ্যমান বৈষম্য কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে কাজ করে চলেছে কিন্তু বিশেষভাবে নারীশ্রমিকদের জন্য নারী আন্দোলনের ভূমিকা তেমনটা লক্ষণীয় নয়। গত ২৫ বছরেরও অধিক সময় ধরে আমরা নারীশ্রমিক আন্দোলনের মাধ্যমে নারীশ্রমিকদের অবস্থা ও অবস্থান পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে এগিয়ে যাবার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন সকল শ্রমজীবী নারীশ্রমিকদের নিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ গড়ার। যে মঞ্চ নারীশ্রমিকদের বঞ্চনা ও শোষণ কমিয়ে আনতে নারীশ্রমিকদের সংগঠিত করবে। একজনের অর্জন আরেকজনকে অনুপ্রাণিত করবে। যে কোন নারী নির্যাতনের ঘটনায় সোচ্চার থাকবে। একইসাথে শ্রমিক সংগঠনগুলিতে (ট্রেড ইউনিয়ন) সিদ্ধান্তগ্রহণে ও নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে কাজ করবে। আর সেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটে ২০১৬ সালের ২৩ নভেম্বর নারীশ্রমিকদের সম্মেলনের মধ্য দিয়ে 'নারীশ্রমিক কণ্ঠ' নামে একটি মঞ্চ ঘোষণার মাধ্যমে।

সকল সুধীজন, মেহনতি বোন ও ভাই এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র পক্ষ থেকে সংগ্রামী অভিবাদন! 'নারীশ্রমিক কণ্ঠ' একটি স্বপ্নের বীজ বপন। আন্তর্জাতিক নারী দিবস, মহান মে দিবস এর সংগ্রামী চেতনা এবং শ্রমিক আন্দোলন ও কলে-কারখানাতে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় আমরা যাদের হারিয়েছি তারাই হলেন আমাদের মূল অনুপ্রেরণা। আমরা 'নারীশ্রমিক বার্তা' নামে নিয়মিত একটি বুলেটিন প্রকাশের কাজ হাতে নিয়েছি। যেটি নারীশ্রমিক ও নারীশ্রমিক নেতৃবৃন্দদের একটি মুখপত্র হিসেবে কাজ করবে।

শিরীন আখতার এমপি

সূচিপত্র

০১ আহ্বায়কের কথা
০২ বিশেষ পাতা: নারীশ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম 'নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র' আত্মপ্রকাশ
০৩ স্মরণ
০৪ প্রবন্ধ: উন্নয়ন ভাবনা: নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্তগ্রহণে নারীশ্রমিক- জীবনানন্দ চন্দ জয়ন্ত
০৭ মতামত: শ্রমিকের বাজেট - ড. প্রতিমা পাল-মজুমদার
০৮ নারীশ্রমিক কণ্ঠের কার্যক্রম
১০ আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও মে দিবস উদ্‌যাপন
১২ পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রমিকের খবর
১২ নারীশ্রমিকের অধিকার

বিশেষ পাতা

নারীশ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র আত্মপ্রকাশ

ভোরের আলো ফোটা মাত্র রাজধানীর রাস্তা এবং দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থান সরব হয়ে উঠে শ্রমজীবী-কর্মজীবী নারীদের কর্মমুখরে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তথা আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনে দেশের শ্রমশক্তি নারীশ্রমিকেরা উন্নয়নের অন্যতম অংশ, এ কথা আজ নিশ্চিত। মহিয়সী নারী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বলেছেন, 'কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিত করিয়া কার্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দাও, নিজের অন্নবস্ত্র উপার্জন করুক'- বেগম রোকেয়ার এই ভাবনার প্রতিফলন ঘটছে, কিন্তু নারীর প্রকৃত মূল্যায়ন এখনও হচ্ছে না। এখনও একজন নারীশ্রমিক মা সন্তানকে কোলে রেখে ইট ভাঙ্গছেন, পিঠা বিক্রি করছেন, গৃহশ্রমিকের কাজ করছেন, চাতালে কাজ করছেন, কৃষিশ্রমিকের কাজ করছেন, সন্তানকে রেখে গার্মেন্টসে শ্রম দিচ্ছেন। ঘরে বাইরে শ্রম দিয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করছেন। আবার মজুরি বৈষম্যসহ অন্যান্য অসুবিধাগুলিও তাকে নিস্পেষিত করে তুলছে। নারী শুধু একজন শ্রমিক নয়, নারী একজন মানুষও। তার বাস্তবতা তো এরকম হবার কথা নয়। কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা, কুসংস্কার, ধর্মীয় গোড়ামি, প্রচলিত রীতি-নীতি নারীকে পরিপূর্ণ 'মানুষ' হিসেবে স্বীকৃতি দিতে অভ্যস্ত হতে পারছে না। ফলে নারীশ্রমিকেরা মর্যাদা ও অধিকারহীন জীবন-যাপন করছে।

শ্রমিকের দাবি আদায়ের মাধ্যম হলো শ্রমিক সংগঠনগুলো, বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন এবং ফেডারেশন। কিন্তু এসব সংগঠনে নারীশ্রমিকের অংশগ্রহণ খুবই সীমিত হওয়ায় নারীশ্রমিকের দাবিগুলো থাকে উপেক্ষিত, তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলেও তার প্রতিবাদ- প্রতিরোধ হয় না। নারীশ্রমিকের কথা, নারীশ্রমিকের অবস্থানের পরিবর্তন নারীশ্রমিককেই ভাবতে হবে এবং আজ নারীশ্রমিকের জন্য প্রয়োজন হয়ে উঠেছে নারীশ্রমিকের ঐক্যবদ্ধ একটি পরিচিতি, আর তার জন্য প্রয়োজন একটি মঞ্চ। যে মঞ্চ নারীর সকল সংগ্রামে, অন্যায়ে,

অধিকারে সোচ্চার থাকবে। ২০১৬ সালের, ২১ শে নভেম্বর শিরীন আখতার, এমপিকে আহ্বায়ক করে নারীশ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়নের নারীদের ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ হিসেবে'নারীশ্রমিক কণ্ঠ' আত্মপ্রকাশ করে। একটি সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে 'নারীশ্রমিক কণ্ঠ' তার প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয় এবং কর্মজীবী নারী'কে এর সচিবালয় হিসেবে কাজ করার দায়িত্ব প্রদান করে। 'নারীশ্রমিক কণ্ঠের অঙ্গীকার চাই সমতা ও মর্যাদার অধিকার' এই প্রতিপাদ্য নিয়ে নারীশ্রমিক কণ্ঠ ২৩ নভেম্বর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর অডিটোরিয়ামে ট্রেড ইউনিয়নসহ সর্বস্তরে এক-তৃতীয়াংশ নারী প্রতিনিধিত্বের দাবিতে শত শত নারীশ্রমিকের অংশগ্রহণে নারীশ্রমিকের সমতা, মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার আহ্বানে নারীশ্রমিক সম্মেলনের আয়োজন করে। নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র আহ্বায়ক শিরীন আখতার, এমপি'র সভাপতিত্বে এবং সদস্য-সচিব রোকেয়া রফিকের সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক, এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইএলও'র কান্ট্রি ডিরেক্টর শ্রীনিভাস বি রেড্ডি, জাতীয় শ্রমিক জোটের সভাপতি মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ, এফইএস-এর আবাসিক প্রতিনিধি মিস. ফ্রান্জিসকা কর্ণ এবং নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র উপদেষ্টা ড. প্রতিমা পাল মজুমদার ও সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ।

শ্রমপ্রতিমন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র মাধ্যমে নারীশ্রমিকদের সমতা প্রতিষ্ঠায় কাজ করার উদ্যোগকে স্বাগত জানান। প্রতিমন্ত্রী ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধে নারীশ্রমিকদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন। শ্রীনিভাস বি রেড্ডি বলেন, ট্রেড ইউনিয়নসহ সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নারী-নেতৃত্ব বাড়াতে হবে। নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র আহ্বায়ক শিরীন আখতার.এমপি বলেন, প্রত্যেক নারীই কর্মজীবী-শ্রমজীবী। এই নারীরা তার পরিবার থেকে শুরু করে কর্মক্ষেত্র-সমাজ-রাষ্ট্রকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। কিন্তু প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি তাকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছে। এই অবস্থা থেকে উত্তোরণে সিদ্ধান্ত-নেতৃত্বের প্রতিটি ধাপে নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

নারীশ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন: বাংলাদেশ গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সভাপতি জাহানারা বেগম, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সহ-মহিলা বিষয়ক সম্পাদক হামিদা খাতুন, গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী লীগের সভাপতি লীমা ফেরদৌস, জাতীয় নারীশ্রমিক জোটের সভাপতি উম্মে হাসান ঝলমল, জাতীয় গার্হস্থ্য নারীশ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মুর্শিদা আখতার, ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন বাংলাদেশের কেন্দ্রিয় কমিটির মহিলা সম্পাদিকা সাহেরা খাতুন, কৃষিশ্রমিক নেতা ভারতী কুজুর এবং বাংলাদেশ পরিবহন হকার্স জোটের জুবাইদা পারভীন হেনা। সম্মেলনে সম্মিলিত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি নাজমা আক্তার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন।

'নারীশ্রমিক কণ্ঠ' নারী-পুরুষ শ্রমিকের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির জন্য নয়, বরং বিদ্যমান বিভেদের প্রাচীর ভেঙ্গে সমতাভিত্তিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার ঐক্যবদ্ধ প্ল্যাটফরম, যার মূল লক্ষ্য 'নারীর অধস্তনতা দূর করার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়া। নারীশ্রমিক কণ্ঠ পুরুষের বিরুদ্ধে নয় বরং পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে কাজ করবে। ২০টি শ্রমিক সংগঠন সরাসরি নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র সাথে যুক্ত। এছাড়াও অধিকারকর্মী, উন্নয়ন সংগঠন, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং সরকারের নীতি-নির্ধারকসহ বিভিন্ন স্তরের অংশীজন এই প্ল্যাটফর্মের সাথে থাকার পক্ষে একমত পোষণ করেছেন। সাংবাদিক, আইনজীবী, গবেষক, সাংস্কৃতিক কর্মী, উন্নয়ন কর্মী, নারীনেত্রী, গ্রামীণ নারীশ্রমিক সংগঠন প্রতিনিধি, স্বাস্থ্যসেবা (নার্সসহ) খাত, কর্পোরেট কোম্পানী (ব্যাংক, মোবাইল ফোন) সহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার শ্রমজীবী নারী এ মঞ্চের সদস্য হতে পারবেন।

নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র লক্ষ্য: একটি কার্যকর শ্রমজীবী নারীদের মঞ্চ যা সকল নারীর অধিকার ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকবে। নারীশ্রমিকের প্রতি সহিংসতার, সমাজের সকল নিঃগৃহের বঞ্চনার প্রতিবাদ করবে।

নারীশ্রমিক কণ্ঠের উদ্দেশ্য

- নারীরশ্রমিকের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন জোরদার করা;
- নারী অধিকার রক্ষায় পরিচালিত যে কোন উদ্যোগকে সমন্বয় করে সহযোগিতা করা;
- তৃণমূল থেকে সংসদ পর্যন্ত সকল স্তরে নারী ও নারীশ্রমিকের অধিকার রক্ষার এজেন্ডা উত্থাপন এবং
- নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে নারীশ্রমিকের স্বার্থরক্ষায় দরকষাকষি, এডভোকেসী, মবিলাইজেশন ও তদবির করা।

স্মরণ

শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ হোক সকলের অঙ্গীকার

রানাপ্লাজা দুর্ঘটনায় নিহত আহত শ্রমিকদের স্মরণ

২৪ এপ্রিল, ২০১৭ ছিল রানা প্লাজা দুর্ঘটনার চার বছর। 'নারীশ্রমিক কণ্ঠ' দুর্ঘটনায় নিহত শ্রমিকদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে এবং আহত শ্রমিকদের সুস্থতা ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের কামনা করেছে। রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় মূল আসামি সোহেল রানাসহ সংশ্লিষ্টদের গত চার বছরে বিচার কাজ শেষ না হওয়ায় 'নারীশ্রমিক কণ্ঠ' উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে এবং দ্রুত বিচার কাজ শেষ করে দোষীদের শাস্তির দাবি জানাচ্ছে।

দিনাজপুরে চালকলে বয়লার বিস্ফোরণে শ্রমিক হতাহতের ঘটনায় নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র প্রতিবাদ

১৯ এপ্রিল ২০১৭ দিনাজপুর সদরের ১নং চেহেলগাজি ইউনিয়নের গোপালগঞ্জ মোড় শেখহাটি এলাকায় মেসার্স যমুনা অটোমেটিক রাইস মিলে বয়লার বিস্ফোরণে এ পর্যন্ত ১৫ জন শ্রমিক নিহত হয়েছে এবং আহত হয়েছে প্রায় ৪০ জন। নারীশ্রমিক কণ্ঠ এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি নিশ্চিত করা, উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ, পরিদর্শন ব্যবস্থাকে জোরদার করার দাবি করে।

প্রবন্ধ

উন্নয়ন ভাবনা: নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্তগ্রহণে নারীশ্রমিক

জীবনানন্দ চন্দ জয়ন্ত
আইনজীবী ও অধিকারকর্মী

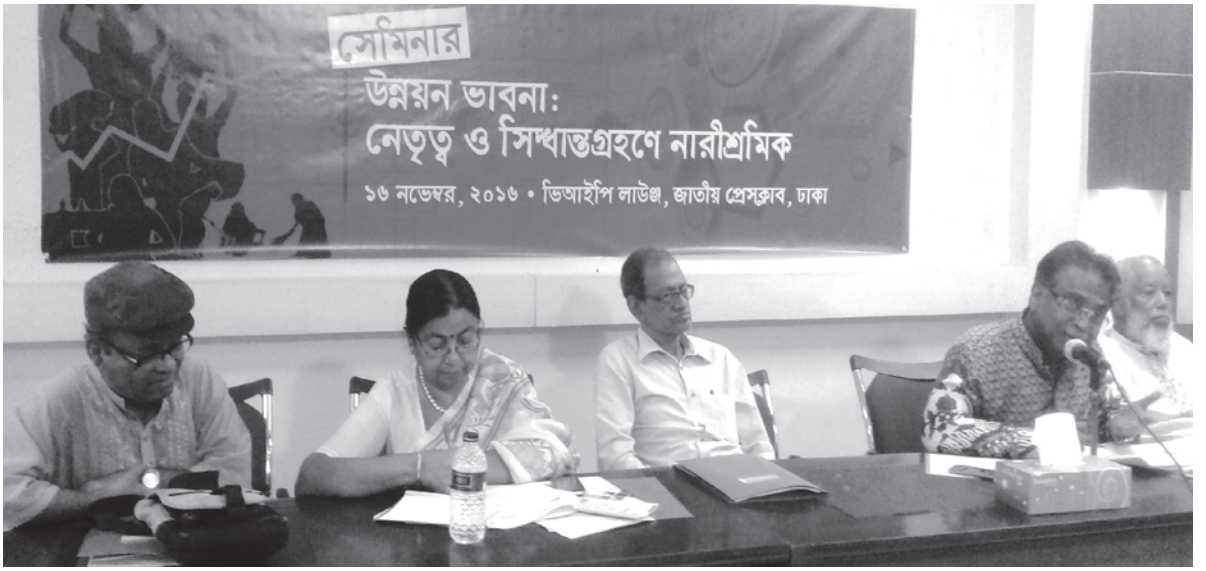

ভূমিকা

চলো, শুকনো হাড়ের বদলে
সন্ধান করি তাজা রক্তের,
তৈরি হোক লাল আগুনে ঝলসানো আমাদের খাদ্য।
শিকলের দাগ ঢেকে দিয়ে গজিয়ে উঠুক
সিংহের কেশর প্রত্যেকের ঘাড়ে।।[১]

কবিতাটিতে পহেলা মে-র প্রেক্ষাপটে শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির ভাবনায় কবি প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটেছে। যে পহেলা মে শ্রমিকের অর্জন গাঁথা উৎসাহ-উদ্দীপনা-শপথের আলোয় উদ্ভাসিত, সেই ক্ষণেই কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য[২] তার "১লা মে-র কবিতা' ৪৬"-এ শ্রমজীবী মানুষের বঞ্চনায় আন্দোলিত হয়ে উঠেছেন। কবি যে সময়ে কবিতাটি লিখেছেন তখন থেকে আজ প্রায় এক শতাব্দী হতে চলেছে, কিন্তু আজও কবি প্রত্যাশার এতটুকু কমতি ঘটেনি! দেশজ-বৈশ্বিক বাস্তবতা যেন শ্রমজীবী মানুষকে বিশেষ করে নারীশ্রমিককে আরও বেশি বঞ্চিত করছে। এই সময়েও কবি প্রত্যাশার প্রকটতা অনুভবে আসে– এ বঞ্চণা যেন শেষ হবার নয়!

প্রত্যেক নারীই কর্মজীবী-শ্রমজীবী। তাঁর শ্রমের ছোঁয়া প্রতিনিয়তই আমাদের পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্রকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। শ্রমের এই বিস্তৃতক্ষেত্রে আইনি দৃষ্টিভঙ্গির উপস্থিতি যেমন সীমিত, তেমনি প্রচলিত আইনের অনুসরণে নারীশ্রমিকের অধিকার-মর্যাদার সুরক্ষা নিশ্চিত হয় না। ফলে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে নারীশ্রমিক স্বপ্নহীন, তাঁদের স্বপ্নের বুনন দৃঢ় নয়-ক্রমাগত ছিঁড়ে যায়। এই স্বপ্নের বুনন দৃঢ় করতে হলে, উন্নয়নায় নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্তগ্রহণের পথে নারীশ্রমিককেই এগিয়ে নিতে হবে।

নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্তগ্রহণে নারীশ্রমিক: বিদ্যমান প্রেক্ষাপট

নারী-পুরুষ শ্রমিক সকলেই আইনের দৃষ্টিতে সমান কিংবা অধিকার দৃষ্টিভঙ্গিতে সমতাভিত্তিক উন্নয়নের ধারায় বিবেচিত হলেও পরিবার-কর্মস্থল-সমাজ-রাষ্ট্র সর্বত্রই নারী বৈষম্যের শিকার, যা নারীর নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্তগ্রহণ পর্যায়ে অংশ নেয়ার ক্ষেত্রে বড় প্রতিবন্ধক। বিদ্যমান নীতি-আইন এই প্রতিবন্ধকতা দূর করতে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারেনি। 'প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে[৩]' নারীশ্রমিকের শ্রমিকের বিদ্যমান বঞ্চণা থেকে যার প্রমাণ মেলে।

সিদ্ধান্তগ্রহণের পূর্বশর্ত হিসেবে নেতৃত্বে অবস্থান করা গুরুত্বপূর্ণ। যেটি অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে বেগবান করে লক্ষ্য অর্জনে ধাবিত করে। কিন্তু শ্রমের বিস্তৃত ক্ষেত্রে নারীশ্রমিকের সংগঠিত হওয়ার সুযোগ না থাকা এবং সীমিত সুযোগ ব্যবহারে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির (ব্যক্তিগত-পরিবার-কর্মস্থল-সমাজ-রাষ্ট্রের দায়) দায় ক্রমাগত নারীশ্রমিককে পেছনে ঠেলে দিচ্ছে। এ অবস্থা

---

১. ১লা মে-এর কবিতা' ৪৬: কবি সুকুন্ত ভট্টাচার্য।
২. ১৯৪০ সালের শুরুতেই কাব্যচর্চা আরম্ভ করেন। তখন ভারতবর্ষে বিশেষ করে বাংলাদেশে শ্রমিক-কৃষক স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছে এবং ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক সভার মাধ্যমে সংঘটিত হতে শুরু করেছে।
৩. প্রাতিষ্ঠানিকখাত হলো রাষ্ট্রীয় আইনানুগ কাঠামোর আওতায় পরিচালিত অর্থনৈতি কর্মকাণ্ড। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত বলতে বুঝায় যে সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সুনির্দিষ্ট আইনি প্রক্রিয়া নেই এবং যেটি সম্পূর্ণই সামাজিক-সাংস্কৃতিক আচরণ চর্চার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়।

থেকে উত্তোরণ করতে হলে নারীশ্রমিকের উন্নয়ন ভাবনায় নারীশ্রমিককে নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রবণতায় এগিয়ে নিতে হবে। এতেই কেবল নারীশ্রমিকের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

অসংগঠিত ও নেতৃত্বহীন নারীশ্রমিক এবং বঞ্চণা অপ্রাতিষ্ঠানিকখাত: অপ্রাতিষ্ঠানিকখাতের শ্রমিকের অস্তিত্ব সবসময়ই সঙ্কটময়। তাছাড়া এই খাতে নিয়োজিত শ্রমিকের বড় অংশ নারী, যারা অসংগঠিত-নেতৃত্বহীন। ফলে সঙ্কট এখানে বহুমাত্রিক। যেগুলো নারীশ্রমিকের বঞ্চণা তৈরি করে। নিম্নে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের বঞ্চণার চিত্র তুলে ধরা হলো–

- **শ্রমের শর্ত অনুসরণ না হওয়া:** শ্রমের শর্ত এখানে অনুসরণ করা হয় না। শ্রমিক সুরক্ষায় শ্রমিকের জন্য নিয়োগ, কর্মঘণ্টা, অবসর বা বিরতি, ছুটি, কল্যাণমূলক উদ্যোগ, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, মজুরী নির্ধারণের নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া, স্বাস্থ্য-শিক্ষা-যাতায়াত, দক্ষতা উন্নয়ন, ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা শ্রমের গুরুত্বপুর্ণ শর্ত হলেও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত।
- **অর্থনৈতিক নিরাপত্তা না থাকা:** অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকের আয় বিভিন্ন সময় ও পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে। কখনও বেশি কিংবা কম, কখনও আয়-রোজগার বন্ধ হয়ে যায়, স্বল্প-আয়ের ভোক্তা অথবা ক্ষুদ্র ক্রেতা নির্ভরতা ইত্যাদি অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা তৈরি করে।
- **শ্রম ও পণ্যমূল্য নির্ধারণ কাঠামোর অনুপস্থিতি:** অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকের শ্রমমূল্য নির্ধারণের জন্য কোনো আইনি কাঠামো না থাকায় একই রকম কাজে একেক রকম শ্রমমূল্য এমনকি নারী-পুরুষভেদেও এই মূল্যেও পার্থক্য দৃশ্যমান। এছাড়াও উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়মূল্য নির্ধারণে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা না থাকায় উৎপাদক প্রত্যাশিত পণ্যমূল্য পায় না। যেমন- বাংলাদেশের কৃষক-কৃষিশ্রমিকের উৎপাদিত পণ্যের প্রত্যাশিত মূল্য নেই।
- **ঋণ ও প্রণোদনার সুনির্দিষ্ট বিধান না থাকা:** অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত ও শ্রমিকের জন্য ঋণ সুবিধা, ভর্তুকী, ক্ষতিপূরণ কিংবা প্রণোদনা প্রাপ্তি ইত্যাদি নির্ভর করে রাষ্ট্র পরিচালনাকারীদের সিদ্ধান্ত, রাজনৈতিক অঙ্গিকার, বিদেশী নীতি-দৃষ্টিভঙ্গি এবং সরকার গঠন ও পরিবর্তনের ওপর। যেমন- কৃষিখাতে ভর্তুকী-প্রণোদনা-সহায়তা প্রদান ইত্যাদি কোনো নির্দিষ্ট আইন-নীতির আলোকে পরিচালিত হয়নি। ফলে ভর্তুকী-প্রণোদনা-সহায়তার পরিমাণ তাদের ইচ্ছানুযায়ী কখনও বেড়েছে আবার কখনও কমেছে।
- **দক্ষতা অর্জনে সুযোগ না থাকা:** অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের উন্নয়নে শ্রমিকের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা অর্জনের কার্যকর সুযোগ নেই। এ ধরনের সুযোগ লাভের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ ও রাজনৈতিক দলের অঙ্গিকারই একমাত্র ভরসা। আবার তাদের অঙ্গিকার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় কত সময় লাগবে বা কত সংখ্যক উদ্যোগ নেওয়া হবে সেটিও অজানা।
- **ক্ষতিপূরণের আইনি বাধ্যবাধকতা না থাকা:** কোনো কারণে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের কর্মকাণ্ডে ব্যবসায়ী বা উৎপাদক তার উৎপাদন ও পেশাগত ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হলে, ক্ষতিপূরণ দেওয়া বা পাওয়ার জন্য আইনি বাধ্যবাধকতা নেই।
- **কর্মস্থলের নিরাপত্তাহীনতা:** পেশাগত নিরাপত্তা ঝুঁকি প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত নির্বিশেষে বিদ্যমান। কর্মস্থলে কিংবা পেশাগত দায়িত্বপালনে কোনো দুর্ঘটনার শিকার হলে প্রাতিষ্ঠানিক খাতের ন্যায় অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নেই।
- **দায়বদ্ধতাহীন:** অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক-মালিক মৌখিক চুক্তির মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করে। অনেক সময়ই এই চুক্তির যথাযথ অনুসরণ হয় না। এতে মালিক কর্তৃক যেমন অধিকসময় কাজ করিয়ে নেওয়া, কমমজুরি পরিশোধ, কিংবা কিস্তিতে মজুরি শোধ, প্রতিশ্রুত আনুষঙ্গিক সুবিধা যেমন- খাবার, থাকার জায়গা, পোশাক ইত্যাদি যে মানে এবং পরিমাণে পাওয়ার কথা ছিলো তা অনুসরণ না করার সুযোগ থাকে, তেমনি শ্রমিকও কোনো কারণ ছাড়াই কর্মস্থল ত্যাগ, কাজ না করা কিংবা যথাযথভাবে অর্পিত দায়িত্ব পালন না করা ইত্যাদি ঘটনা ঘটিয়ে থাকে। এতে শ্রমিক-মালিক উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
- **নারী-পুরুষ বৈষম্য:** দেশের মোট জনসংখ্যায় নারী ও পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান হলেও দেশের শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ পুরুষের প্রায় অর্ধেক। শ্রমশক্তি জরিপ ২০১০-এর তথ্যানুযায়ী ৫ কোটি ৪১ লক্ষ শ্রমিকের মধ্যে পুরুষ ৩.৭৯ কোটি এবং নারী ১.৬২ কোটি। এই নারী শ্রমশক্তির যে অংশটি অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত তারা প্রায় প্রত্যেকেই মজুরি বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি নারীর মর্যাদা বৃদ্ধিতে যে ভূমিকা রাখতে পারে তার বিপরীতে মজুরি বঞ্চনা নারীর অধস্তন সম্পর্ককে আরও প্রকট করে তুলছে।
- **সবার জন্য সম্মানজনক কাজ না থাকা:** প্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারী-পুরুষ, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি, গর্ভবতী, সুস্থ-অসুস্থ সকলেই তার চাহিদা ও যোগ্যতানুযায়ী কাজ বেছে নেওয়ার সুযোগ পায়। কিন্তু অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে স্বনিয়োজিত উৎপাদনকারী না হলে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি, গর্ভবতী, অসুস্থ ব্যক্তি ও নারী তাদের চাহিদানুযায়ী কাজ বেছে নিতে পারে না। জীবনযাপনের প্রয়োজনে এ সকল মানুষ নির্দিষ্ট যোগ্যতাসত্ত্বেও কমযোগ্যতার কাজ বেছে নিতে বাধ্য হয়, যা অসম্মানজনক।
- **মর্যাদাহীন-নিন্দনীয় কাজ:** এমন অনেক শ্রমনির্ভর খাত রয়েছে যেগুলো এখনও প্রকাশ্য সামাজিক স্বীকৃতি পায়নি এবং এগুলোকে মর্যাদাহীন-নিন্দনীয় হিসেবেই দেখা হয়। অথচ এখানেও অর্থনীতির চাহিদা-যোগান-উপযোগিতার হিসেব-নিকেশ রয়েছে। এই কাজগুলো আর্থসামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ধারাবাহিকতার পথেই পরিচালিত হয়ে আসছে। ফলে যৌনকর্মী, আবাসিক হোটেলের পরিচ্ছন্নতা কর্মী, গৃহশ্রমিক, টোকাই ইত্যাদি ক্ষেত্রে পেশাগত পরিচিতিহীনতা তাদের জীবনযাপনকে মর্যাদাহীন করে তুলছে।
- **আইনিকাঠামোতে সংগঠিত হওয়ার সুযোগ না থাকা:** আইনি কাঠামোর আওতায় সংগঠিত হওয়ার সুযোগ না থাকায় এখানে নিয়োজিত সকল শ্রমিকই অসংগঠিত। কখনও কখনও জোটবদ্ধতার প্রয়োজনে পুরুষশ্রমিকরা সংগঠিত হলেও নারীর ক্ষেত্রে তা একেবারেই অনুপস্থিত।

আইনি বাধ্যবাধকতা না থাকা সত্ত্বেও যদি এই খাতের নারীশ্রমিক সংগঠিত হতো, তাহলেও তাঁদের বঞ্চণা মোকাবেলায় তাঁরা নিজেরাই এগিয়ে যেতে সক্ষম হতো।

প্রাতিষ্ঠানিক খাত

শ্রমিকের অধিকার-মর্যাদার প্রশ্নে প্রাতিষ্ঠানিক খাত অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের চাইতে তুলনামূলক শৃঙ্খলাপূর্ণ হলেও, এই খাতে নিয়োজিত নারীশ্রমিকের অবস্থা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের নারীশ্রমিকের চাইতে খুব

একটা ভালো না। এখানেও নারীশ্রমিক শোষিত-বঞ্চিত। বাংলাদেশে নারীশ্রমিক প্রধান একমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক খাত তৈরি পোশাকশিল্প, যেখানে প্রায় ৪০ লক্ষ নারীশ্রমিক কাজ করে। সংখ্যা এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনাগত কারণেই তাঁদের ভালো থাকলেও– বাস্তবতা ভিন্ন। নিম্নোক্ত পর্যালোচনা থেকে এই খাতের নারীশ্রমিকের বঞ্চনাগুলো তুলে ধরা হলো-

১. **কর্মস্থলের নিরাপত্তাহীনতা:** অন্যান্য শিল্প কারখানার চাইতে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পে নিরাপদ কর্মপরিবেশের সুযোগ খুবই কম। আর এজন্য দায়ী কারখানা মালিক, রাষ্ট্র এবং শ্রমিক সকলেই। ফলে প্রতিনিয়তই ছোটো-বড় দুর্ঘটনায় প্রাণ, পেশা ও কর্মক্ষমতা হারাচ্ছে অসংখ্য শ্রমিক, যেখানে নারীর সংখ্যাই বেশি।

সংখ্যাতাত্ত্বিক দিক থেকে পোশাক শিল্পে নারীশ্রমিকের অংশগ্রহণের হার বেশি হওয়ায়, আপাত দৃষ্টিতে নারী শ্রমিকেরর ক্ষয়ক্ষতি বেশি হওয়াটাই স্বাভাবিক মনে হলেও, যে বিষয়টি স্বীকার করতেই হবে, তাহলো যেখানে পুরুষশ্রমিকের সংখ্যা বেশি সেখানে নিরাপত্তা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোযোগ বেশি। কেননা তাঁরা যে কোনো দাবি আদায়ে নারীশ্রমিকের চাইতে অনেক বেশি সংগঠিত।

২. **কর্মস্থলে বঞ্চনা:** কর্মস্থলে নারীশ্রমিক সবসময়ই পুরুষের চাইতে পিছিয়ে। পুরুষ তার সক্ষমতায় অনেক সময় বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা-অধিকার-মর্যাদা আদায় করে নিতে পারলেও নারীরা তা পারেনা। নারীশ্রমিকের ক্ষেত্রে শ্রম আইনের অনুসরণও যথাযথভাবে হয় না। ফলে কর্মস্থলে একজন নারী শ্রমিককের বঞ্চনার শেষ নেই; অবমূল্যায়িত হয় নারীর অধিকারভিত্তিক শ্রমিক স্বত্বা। তৈরি পোশাক শিল্পে নিয়োজিত নারীশ্রমিকের অধিকার বঞ্চনার চিত্র তুলে ধরা হলো-

- **নিয়োগ:** পোশাক তৈরির কারখানায় একজন পুরুষ সাধারণত প্রযুক্তিগত দক্ষতানির্ভর পদগুলোতে নিয়োগ পেয়ে থাকে। এর বাইরে অন্যান্য যে সকল পদে বেতন বেশি যেমন- অপারেটর (কাটিং সেকশন), সুপারভাইজার এবং কোয়ালিটি কন্ট্রোলার ইত্যাদি ক্ষেত্রে পুরুষ শ্রমিকরাই নিয়োগ পায়। অপরদিকে নারীদের নিয়োগ দেওয়া হয়, সুইং এবং ফিনিশিং বিভাগে।
- **পদোন্নতি:** নারীশ্রমিকরা হেলপার থেকে অপারেটর পর্যন্ত হতে পারলেও সুপারভাইজার বা প্রোডাকশন ম্যানেজার হতে পারে না বললেই চলে। কিন্তু একজন পুরুষ শ্রমিক খুব সহজে অপারেটর থেকে সুপারভাইজার বা প্রোডাকশন ম্যানেজার পদে পদোন্নতি বা নিয়োগ পেয়ে থাকেন।
- **প্রশিক্ষণ:** কারখানার পক্ষ থেকে নারীশ্রমিকদের প্রশিক্ষণে পাঠানো হয় না বললেই চলে।
- **মজুরি:** সমকাজে সমমজুরির কথা থাকলেও পোশাক শিল্পে এর ব্যত্যয় লক্ষ্য করা যায়। এ জন্য গার্মেন্ট কারখানায় নিয়োগদানকালে পুরুষশ্রমিকদের নারীর তুলনায় উপরের গ্রেডে নিয়োগ দেওয়া হয়ে থাকে, যেগুলোতে মজুরি বেশি। বেতন প্রদানকালেও দেখা যায়, তুলনামূলকভাবে পুরুষশ্রমিক নারীশ্রমিকের আগে বেতন পায়। নারীশ্রমিকের বেতন প্রদানে বিলম্ব হলেও সমস্যা নেই কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটলে নানা ধরনের সমস্যার আশঙ্কা থাকে এমনটাই মালিকপক্ষের ভাবনা।
- **ওভারটাইম:** ওভারটাইম নিয়ে নারীশ্রমিক প্রায়শই বৈষম্যের শিকার হয়, যেখানে পুরুষশ্রমিকের বেলায় চিত্রটি ভিন্ন। "ফাও খাটানো" অর্থাৎ কাজ করিয়ে মজুরি প্রদান না করা শুধুই নারীশ্রমিকের বেলায় ঘটে থাকে।
- **ছুটি:** ছুটি পাওয়া সকল শ্রমিকের অধিকার হলেও ছুটি পাওয়ার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ শ্রমিকের মধ্যে চরম বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। নারী শ্রমিকের ছুটির প্রয়োজনকে খুবই অবিশ্বাসের চোখে দেখা হয়ে থাকে।
- **কর্মঘন্টা:** পুরুষের চাইতে নারীশ্রমিকের কর্মঘণ্টা বেশি। নারীশ্রমিকের কাজ যেন শেষই হয় না-এমন একটি ধারা পোশাক শিল্পে দৃশ্যমান।
- **অসদাচরণ এবং যৌন হয়রানী:** শ্রম আইন অনুযায়ী,"কোনো প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নারীর প্রতি ঐ প্রতিষ্ঠানের কেউ এমন কোনো আচরণ করতে পারবে না যা অশ্লীল বা অভদ্রজনোচিত বলে গণ্য হতে পারে, কিংবা যা উক্ত নারীর শালীনতা ও সম্ভ্রমের পরিপন্থি হতে পারে"। কিন্তু কারখানায় নারীশ্রমিকদের সাথে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার, অশ্লীল অঙ্গ-ভঙ্গি ব্যবহার, গালি দেওয়া, চড়-থাপ্পড় দেওয়া এমন কি কোন অজুহাতে শরীরে হাত দেওয়া ইত্যাদি খুবই স্বাভাবিক ঘটনা।
- **স্বাস্থ্যাভ্যাস:** গার্মেন্ট কারখানায় নারী-পুরুষের জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা থাকলেও আনুপাতিক হারে নারীর জন্য তা কম এবং অপরিচ্ছন্ন। একই সাথে পুরুষরা খাবার পানি বাইরে থেকে সংগ্রহ করতে পারলেও নারীদের তা টয়লেট থেকেই সংগ্রহ করতে হয়।

উন্নয়ন ভাবনা : নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্তগ্রহণে নারীশ্রমিক

উন্নয়ন ভাবনা হিসেবে নারীশ্রমিকের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও সিদ্ধান্তগ্রহণে সংগঠিত করে নারীশ্রমিকের অধিকার ও মর্যাদার নিশ্চয়তা বিধান সম্ভব। এ লক্ষ্যে কৌশলগত কর্মসূচি গ্রহণ করে উন্নত ও বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে এখনই উদ্যোগ নিতে হবে। যে উদ্যোগ মহান মুক্তিযুদ্ধের অর্জন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রদত্ত মানবিক মর্যাদা এবং বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের প্রতিশ্রুত স্থায়ীত্বশীল লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

সাংবিধানিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় নীতি-পরিকল্পনা এবং পরিচালনাগত পদ্ধতি-প্রক্রিয়া ও আইনের উৎস। সংবিধানের ৮ থেকে ২৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত মূলনীতিসমূহ বাংলাদেশ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলসূত্র এবং আইন প্রণয়নকালে প্রয়োগ হওয়ার কথা থাকলেও, এ যাবৎকালে রাষ্ট্র তার পরিপূর্ণ অনুসরণ করতে পারেনি। এছাড়াও সংবিধানের ২৬ থেকে ৪৭(ক) অনুচ্ছেদে বর্ণিত মৌলিক অধিকারে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের প্রকৃতি ও ভোগের যে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে সেখান থেকেও নারীশ্রমিকের জন্য খুব বেশি কিছু অর্জন করা যায়নি। সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতির যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হলে নারীশ্রমিককে নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্তগ্রহণে এগিয়ে নিতে হবে। যার মাধ্যমে নারীশ্রমিকের অধিকার ও মর্যাদার সুরক্ষা আসবে এবং নিশ্চিত হবে-

- শোষণমুক্ত সমাজ;
- শ্রমশক্তি নির্বিশেষে অর্থনৈতিক ন্যায্যতা;
- শ্রমজীবী মানুষের বিশেষ করে নারীশ্রমিকের মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ;
- সকলের জন্য প্রত্যাশিত মাত্রায় মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা;
- গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন; এবং

- শ্রমজীবী মানুষের আয়বৃদ্ধিসহ সামাজিক সুরক্ষা, পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্য উন্নতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমশক্তির মধ্যে নারী-পুরুষ সকলের ক্ষেত্রে সুযোগের সমতা।

স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন

বাংলাদেশ স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ২০৩০ সালের জন্য স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ধারাবাহিকতায় নারীর সংগঠিত অংশগ্রহণ বিশেষ করে– সব ধরনের দারিদ্র্য নির্মূল (লক্ষ্য-১); খাদ্য নিরাপত্তা ও টেকসই কৃষি উন্নয়ন নিশ্চিত করে ক্ষুধামুক্তি (লক্ষ্য-২); লিঙ্গ সমতা অর্জন এবং নারীর ক্ষমতায়ন (লক্ষ্য-৫); সবার জন্য মানসম্মত কাজ ও উৎপাদনমুখি কর্মসংস্থান নিশ্চিত (লক্ষ্য-৮) লক্ষ্যগুলোর সাথে নারীশ্রমিকের উন্নয়ন এবং অংশগ্রহণের সম্পর্ক বিদ্যমান। এই লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে হলে অবশ্যই নারীশ্রমিক বিষয়টি মনোযোগের কেন্দ্রে রাখতে হবে। এজন্য বাংলাদেশের শ্রমজীবী নারীর জন্য উপযুক্ত কাজের পরিবেশ নিশ্চত, নারীশ্রমিককেই তার দাবি তুলে ধরার জন্য সক্ষম করে তোলা এবং নারীশ্রমিকের অধিকার-মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় নারীশ্রমিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও সিদ্ধান্তগ্রহণে নারীশ্রমিকের সংগঠিত অংশগ্রহণ বিকল্পহীন।

এ জন্য কৌশলগত কর্মসূচি হিসেবে স্বল্প-মধ্য-দীর্ঘ যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তাবায়ন করা যেতে পারে–

১. শ্রমজীবীনারী, নারীশ্রমিক আন্দোলনের সংগঠক, অধিকারকর্মী, শ্রমিক সংগঠনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক-সামাজিক- সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে একটি প্লাটফরম গড়ে তোলা;

২. প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের নারীশ্রমিকদের সংগঠিত করা;

৩. বিদ্যমান নীতি-আইনের যথাযথ বাস্তবায়নে নারীশ্রমিকের দাবি তুলে ধরা ও দাবি আদায়ে তাঁদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;

৪. ট্রেড ইউনিয়নে নারীশ্রমিকের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও নারী-পুরুষ শ্রমিকের পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ;

৫. বিদ্যমান নীতি-আইন সংস্কারে নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করা;

৬. নারীশ্রমিকের উন্নয়ন ভাবনায় উৎসারিত দাবিসমূহ জনপ্রিয় করে তোলা;

৭. প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের নারীশ্রমিকের অধিকার ও মর্যাদার সুরক্ষায় আইনি পদক্ষেপ পরিচালনা করা;

৮. অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন বাধ্যতামূলক করতে আইনের সংস্কার করা;

৯. শ্রমবাজারে নারীশ্রমিকের স্থায়ীত্বশীল অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে অবকাঠামোগত ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের দাবি তুলে ধরা ও বাস্তবায়ন; এবং

১০. সকল স্তরের নারীশ্রমিকের অর্জনসমূহ দেশজ-আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তুলে ধরা।

পরিশেষ

অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত নির্বিশেষে কৃষি, শিল্প ও সেবাখাত নির্ভর শ্রমবাজারের প্রায় সর্বত্রই নারীশ্রমিক প্রাণ সঞ্চার করে চলেছে। কিন্তু তাঁদের অবস্থা-অবস্থানের পরিবর্তন আসেনি। যার পেছনে রয়েছে, প্রয়োজনীয় আইনের অনুপস্থিতি, প্রচলিত আইনের সীমাবদ্ধতা, প্রায়োগিক দুর্বলতা এবং নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্তগ্রহণে নারীশ্রমিকের পিছিয়ে থাকা। এ রকম পরিস্থিতিতে নারীশ্রমিকের অধিকার ও মর্যাদার সুরক্ষায় নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্তগ্রহণে নারীশ্রমিকের সংগঠিত অংশগ্রহণই হোক প্রত্যাশিত উন্নয়ন ভাবনা।

মতামত

শ্রমিকের বাজেট

ড. প্রতিমা পাল-মজুমদার
সাবেক গবেষণা ফেলো, বিআইডিএস এবং সভাপতি, কর্মজীবী নারী

একটি দেশের জাতীয় বাজেট হচ্ছে দেশের প্রতিটি জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন অর্জনের জন্য সে দেশের সরকারের হাতে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। আর্থ-সামাজিক প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং সমাজের প্রতিটি গোষ্ঠীরই রয়েছে আলাদা আলাদা প্রয়োজন এবং সমস্যা, রয়েছে আলাদা সম্ভাবনা এবং সৃজনশীলতা। এই আলাদা আলাদা প্রয়োজন, সমস্যা, সম্ভবনা এবং সৃজনশীলতাকে বিবেচনায় নিয়েই জাতীয় বাজেটে প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং গোষ্ঠীর জন্য বরাদ্দ হওয়া জরুরী যাতে এই সবগুলি বিষয় যথাযথভাবে লক্ষ্যভূত হয়। দেশের জনগোষ্ঠীর একটি বিশাল অংশ হচ্ছে শ্রমিক। দেশের অর্থনীতি যত বিস্তৃত হয় শ্রমিকগোষ্ঠীও তত বিস্তৃত হয়। অর্থনীতির বিভিন্ন স্তরে শ্রমিকের প্রকৃতিও ভিন্ন হয়, ভিন্ন হয় তাদের প্রয়োজন ও সমস্যা। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এক সময় শ্রমিকগোষ্ঠীর মধ্যে কৃষিশ্রমিকই ছিল প্রধান। ধীরে ধীরে গত কয়েক দশকে অর্থনীতির বিকাশ ঘটেছে আর শ্রমিকগোষ্ঠীর মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে শিল্পশ্রমিক, নির্মাণশ্রমিক, সেবাশ্রমিক ইত্যাদি নানা গোষ্ঠীর শ্রমিক যাদের প্রয়োজন, সমস্যা, জীবনের ঝুঁকি ইত্যাদি এক গোষ্ঠী হতে অন্য গোষ্ঠীর ভিন্ন। কিন্তু এই গোষ্ঠীর ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন এবং সমস্যাগুলি মেটানোর জন্য আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটে তেমন কোন বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। তাছাড়া গত কয়েক দশকে শ্রমগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আর একটি গোষ্ঠী, নারী শ্রমগোষ্ঠী যা বিশ্বায়নের একটি ফল। বিশ্বায়নের একটি ধর্মই হচ্ছে সস্তা শ্রমবাজার খুঁজে বেড়ানো। নারীশ্রম তুলনামূলকভাবে পুরুষ শ্রমের চাইতে সস্তা বিশেষ করে স্বল্প উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিতে। তাই বিশ্বায়ন যত এগিয়ে চলছে নারীশ্রমিকও তত বৃদ্ধি পেয়ে চলছে। এই শ্রমগোষ্ঠীটির প্রয়োজন ও সমস্যা পুরুষ শ্রমগোষ্ঠীর চাইতে অনেক আলাদা যেহেতু নারীর রয়েছে প্রজনন স্বাস্থ্য। এমনকি তাদের বৃত্তিয় রোগের প্রকৃতি এবং শ্রমক্ষেত্রে জীবনের ঝুঁকিও পুরুষ শ্রমগোষ্ঠীর চাইতে অনেক আলাদা।

এই ভিন্নতা শ্রম বাজারে একটি নুতন মাত্রা যুক্ত করেছে। এই মাত্রাটি লিঙ্গ মাত্রা (gender dimension)। কিন্তু আজও শ্রমবাজারের এই মাত্রাটি নীতি নির্ধারণে তেমন গুরুত্ব পায়নি। শ্রমবাজারের রীতিনীতিগুলি যা কেবল পুরুষশ্রমিককে লক্ষ্য করেই

গ্রহণ করা হয়েছিল, সেগুলিই প্রভাবশালী রয়েছে এবং সেজন্যই জাতীয় বাজেটেও নারীশ্রমিকের বিশেষ প্রয়োজনগুলি মেটানোর জন্য কিম্বা এই গোষ্ঠীর শ্রমগুণ বৃদ্ধি করার জন্য জাতীয় বাজেটে কোন বরাদ্দ রাখা হয় না। অথচ জাতীয় আয়ে তাদের অবদান বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে এবং পরোক্ষভাবে তারা সরকারী আয়ে যা জাতীয় বাজেটের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বণ্টন করা হয় তাতেও অবদান রয়েছে। আজ পর্যন্ত জাতীয় বাজেটে শ্রমিকের হিস্যা নিয়ে কোন গবেষণা হয়নি। বাজেটের মাধ্যমে শ্রমিক কি চায় তাও খুঁজে দেখা হয়নি যদিও গত প্রায় এক দশক ধরে সাইখ সিরাজের "কৃষকের বাজেট" শীর্ষক প্রোগ্রামের মাধ্যমে কৃষকের প্রকৃত সমস্যাগুলি এবং বাজেটের মাধ্যমে তাদের চাওয়াগুলি চিহ্নিত করার একটি প্রয়াস চলছে। কিন্তু অনুরূপ কোন প্রোগ্রামই শ্রমিকের মধ্যে পরিচালিত হয়নি। ফলে জাতীয় বাজেটে শ্রমিকগোষ্ঠী অবহেলিতই রয়ে গেছে। কিন্তু জাতীয় বাজেট শ্রমিকের হিস্যা পরিমাপ করা জরুরী। শ্রমিকের বাজেট বরাদ্দ থেকে কি পেল, তাদের বিশেষ সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য বাজেটে কি পরিমাণ এবং কি ধরনের বরাদ্দ হয়েছে তা চিহ্নিত করাও জরুরী। সর্বোপরি জরুরী শ্রমিকের জন্য কি ধরনের বাজেট বরাদ্দ প্রয়োজন তা সঠিকভাবে নিরূপণ করার। শ্রমিক বাজেট বলতে কি বোঝে এবং বাজেটে তাদের কি দাবি তাও বিভিন্ন গোষ্ঠীর শ্রমিকের সঙ্গে সংলাপ করে নিরূপন করা জরুরী। এই লক্ষ্যে অতি সত্বর "কৃষকের বাজেট" এর আদলে "শ্রমিকের বাজেট" শীর্ষক একটি কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র কার্যক্রম

নারীশ্রমিক কণ্ঠের কোরগ্রুপ সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র সচিবালয় কর্মজীবী নারী'র সভাকক্ষে নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র ৫ ও ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ দুটি এবং ১৯ জুন ২০১৭ একটি কোরগ্রুপ সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাতে আসন্ন ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র মতবিনিময় অনুষ্ঠানের আয়োজন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং একটি কোরগ্রুপ গঠন করা হয়। এছাড়া নারীশ্রমিক কণ্ঠকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে করণীয় এবং কোরগ্রুপ কমিটিকে আরও কিভাবে কার্যকর করা যাবে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়। ৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত সভাতে নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র আহ্বায়ক শিরীন আখতার. এমপি সভাপতিত্ব করেন।

জেন্ডার সমতার লক্ষ্যে সর্বস্তরে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে

নারীশ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গঠিত প্ল্যাটফর্ম 'নারীশ্রমিক কণ্ঠ' আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ২ মার্চ ১০টায় একটি মতবিনিময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। মতবিনিময় সভায় মাননীয় তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। মতবিনিময় সভায় নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র আহ্বায়ক শিরীন আখতার, এমপির সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফ্রেডরিক- এবার্ট-স্টিফটুং (এফইএস)'র আবাসিক প্রতিনিধি ফ্রানজিস্‌কা কর্ণ। আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন: শ্রম অধিদপ্তরের শ্রম পরিচালক আবু হেনা মোস্তফা কামাল, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিলস্'র যুগ্ম মহাসচিব জাফরুল হাসান, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর শরমিন্দ নিলোর্মী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের এসোসিয়েট প্রফেসর তানিয়া হক, জাতীয় প্রেসক্লাব এর সেক্রেটারী ফরিদা ইয়াসমিন এবং বিলস্'র নির্বাহী পরিচালক সুলতান উদ্দিন আহম্মদ।

জঙ্গিবাদ, লিঙ্গ বৈষম্য ও দারিদ্র্য দূরীকরণে 'শূণ্য সহিষ্ণু নীতি' গ্রহণ করার আহ্বান জানান তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, এমপি। শিরীন আখতার, এমপি নারীর সমতা প্রতিষ্ঠায় পুরুষতান্ত্রিকতার মূলৎপাটন এবং নারীর শত্রু জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে নারীদের রুখে দাঁড়াতে বলেন। অন্যান্য বক্তারা বলেন, নারীর উন্নয়ন হয়েছে কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতায়ন হয়নি। ঘরে-বাইরে নারী দ্বিগুণ বোঝা নিয়ে কাজ করছে। নারীরা যদি

বাইরের দায়িত্ব নিতে পারে তাহলে পুরুষদেরও ঘরের দায়িত্ব নিতে হবে। আইন, নীতিমালা নারীর সুবিধাগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে করতে হবে। মতবিনিময় সভায় সঞ্চালনা ও ধারণাপত্র পাঠ করেন কর্মজীবী নারী'র নির্বাহী পরিচালক রোকেয়া রফিক। অনুষ্ঠানে গার্মেন্টশ্রমিক, গৃহশ্রমিক, অভিবাসীশ্রমিক, চামড়া ও জুতা শিল্প শ্রমিক, কারচুপী শ্রমিক এবং ট্যানারি ও ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন। নারীশ্রমিক কণ্ঠ' ২০৩০ সালের মধ্যে নারী-পুরুষের সমতা অর্জনে 'ট্রেড ইউনিয়নসহ সর্বস্তরে ২০২০ সালের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ নারী-প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে মতবিনিময় সভায় জোর দাবি জানায়।

কর্মে নিযুক্ত সকল নারীর জন্য সমতাভিত্তিক মাতৃত্বকালীন সুবিধা নিশ্চিত কর

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ৮ মার্চ তারিখে 'নারীশ্রমিক কণ্ঠ' দুপুর ১২ টায় জাতীয় প্রেসক্লাব চত্বরে সর্বক্ষেত্রে নারীর এক-তৃতীয়াংশ অংশগ্রহণ এবং কর্মে নিযুক্ত সকল নারীর জন্য সমতাভিত্তিক মাতৃত্বকালীন সুবিধা নিশ্চিত করার দাবিতে মানববন্ধন ও র‍্যালি করে।

বক্তারা বলেন, পরিবার, সমাজ, কর্মক্ষেত্রে নারীর সমঅধিকার এবং

মর্যাদাপূর্ণ জীবন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ও শপথের দিন হল আন্তর্জাতিক নারী দিবস। বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারীশ্রমিকেরা শ্রমে নিযুক্ত হলেও তারা প্রাপ্য সুবিধা পায় না। ফলে নারীশ্রমিকদের প্রকৃত উন্নয়ন হয়নি। অসম মজুরি, মাতৃত্বকালীন ও বাচ্চা লালন-পালনের সুযোগ-সুবিধার অপ্রাপ্যতা, নারীবান্ধব কাজের পরিবেশ না থাকায় নারীশ্রমিকেরা কাজে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারছে না এবং তাদের জীবনমানও বাড়ছে না। বক্তারা আরও বলেন, অর্থনৈতিক কাঠামো টেকসই এবং লিঙ্গ বৈষম্য দূর করতে হলে নারীশ্রমিকদের সুযোগ সুবিধাগুলি যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। বক্তারা মানববন্ধনে সর্বক্ষেত্রে এক-তৃতীয়াংশ নারীর অংশগ্রহণ, নারীশ্রমিকের জন্য সমতাভিত্তিক মাতৃত্বকালীন সুবিধা নিশ্চিত করা, সমকাজে সমমজুরিসহ নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত কর্মক্ষেত্র নিশ্চিত করার দাবি জানায়। নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র সদস্য-সচিব রোকেয়া রফিকের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন সম্মিলিত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি নাজমা আক্তার, জাতীয় নারীশ্রমিক জোটের সভাপতি উম্মে হাসান ঝলমল, জাতীয় গার্হস্থ্য নারীশ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মুর্শিদা আখতার, আপন নিবাসের নির্বাহী পরিচালক সৈয়দা সেলিনা শেলী, গার্মেন্টস দর্জি শ্রমিক কেন্দ্র বাংলাদেশ এপারেলস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন এর শাহিদা সরকার প্রমুখ।

সংসদসদস্যদের সাথে এডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত

'নারীশ্রমিক কণ্ঠ' ১৮ জুন ২০১৭ জাতীয় সংসদের লবিতে সংসদসদস্যদের সাথে এডভোকেসি সভার আয়োজন করে। যেহেতু নারীশ্রমিক কণ্ঠ নারীশ্রমিকদের একটি প্ল্যাটফর্ম তাই নারীশ্রমিক কণ্ঠ মনে করে নারীশ্রমিকদের ক্ষমতায়ন, আইনগত সুবিধা ও রাষ্ট্রীয় সুবিধা নিশ্চিতকরণে সংসদসদস্যগণের ভূমিকা অনস্বীকার্য। উল্লেখ্য ২০৩০ সালের মধ্যে সর্বস্তরে নারী-পুরুষের ৫০:৫০ অংশগ্রহণ বাস্তবায়নে সংসদীয় নারী সদস্যদের করণীয় ও নারীশ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় সংসদসদস্যদের নিয়ে একটি গ্রুপ গঠনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে নারীশ্রমিক কণ্ঠ সংসদসদস্যদের সাথে এডভোকেসি সভা করে। নারী সংসদসদস্যরাও মনে করেন, ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০:৫০ সমতা নিশ্চিত করার জন্য প্রচার-প্রচারণা বাড়াতে হবে এবং এ কাজের সাথে তাদেরও যুক্ত হতে হবে। এডভোকেসি মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন এডভোকেট উম্মে কুলসুম সুইটি এমপি, এডভোকেট নাভানা আক্তার এমপি, এডভোকেট উম্মে রাজিয়া কাজল এমপি, ফজিলাতুন নেসা বাপ্পি এমপি, কামরুল লায়লা জলি এমপি, কাজী রোজী এমপি, কামরুন নাহার চৌধুরী এমপি, জাহান আরা বেগম সুরমা এমপি, রোকসানা ইয়াসমিন ছুটি এমপি, নারীশ্রমিক কণ্ঠের আহ্বায়ক শিরীন আখতার এমপি, সদস্য-সচিব রোকেয়া রফিক, জাতীয় নারীশ্রমিক জোটের সভাপতি উম্মে হাসান ঝলমল ও গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী লীগের সভাপতি লীমা ফেরদৌস।

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনে মেয়েদের বিয়ের বয়স ন্যূনতম ১৮ করার দাবিতে নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র মানববন্ধন

'নারীশ্রমিক কণ্ঠ' 'মেয়েদের ১৮'র আগে বিয়ে নয় ২০'র আগে সন্তান নয়'- প্রতিপাদ্যের উপর ০২ ডিসেম্বর, ২০১৬ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন করে। গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী লীগের সভাপতি লীমা ফেরদৌসের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন: নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র সদস্য-সচিব রোকেয়া রফিক, সম্মিলিত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সহ-সভাপতি খাদিজা আক্তার, গ্রীন বাংলা গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সভাপতি সুলতানা বেগম ও গাজীপুর জেলার সভাপতি খাদিজা রহমান, জাতীয় শ্রমিক জোটের নারী কমিটির সাধারণ সম্পাদক হেনা চৌধুরী, প্রগতিশীল গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি শিরীন সিকদার, কিচির মিচির ডে-কেয়ার সেন্টারের দিলরুবা রাবেয়া প্রমুখ। মানববন্ধনে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনে বিশেষ বিধান বাতিল করে মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮ বছর রাখার দাবি করা হয়। বক্তারা বাল্যবিবাহ বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টিসহ সকলকে

ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানায়। মানববন্ধন পরিচালনা করেন জাতীয় নারীশ্রমিক জোটের সভাপতি উম্মে হাসান ঝলমল।

নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র সদস্যভুক্ত সংগঠনগুলির

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও মহান মে দিবস ২০১৭ উদযাপন

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও মহান মে দিবস নারীশ্রমিকদের অধিকার আদায়ে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। দু'টি দিবসই প্রতিষ্ঠিত হয় অধিকারহারা শ্রমজীবীদের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে। আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও মহান মে দিবসের প্রেক্ষাপটের নেপথ্যে আত্মত্যাগী শ্রমিকদের রক্তঝরা আন্দোলনের ফলে আজকের বেশিরভাগ সেক্টরের শ্রমিকেরা ৮ ঘণ্টা কর্মঘণ্টা, ওভারটাইম, সাপ্তাহিক ছুটি, ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারছে। কিন্তু তারপরও কর্মরত অবস্থায় শ্রমিক হতাহতের ঘটনা, নারীশ্রমিকদের প্রতি বঞ্চনা ও হয়রানি, অসম মজুরি, শ্রমিক ছাঁটাই লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেই চলেছে। তাই আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও মহান মে দিবস কেবলই একটি বিশেষ দিবস নয় শ্রমিকদের প্রতিটি দিনেই দুটি দিবস গুরুত্ব রাখে।

গ্রীন বাংলা গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৭ উপলক্ষে গ্রীন বাংলা গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন এবং জাগরণ ফাউন্ডেশন এর যৌথ উদ্যোগে ১৩ মার্চ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির গোলটেবিল মিলনায়তনে 'গার্মেন্টসসহ সকল শিল্পে নারীশ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় এডভোকেট আমেনা আক্তার দেওয়ান এর সভাপতিত্বে ও সুলতানা বেগম এর পরিচালনায় আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন এডভোকেট সালমা আলী, নির্বাহী পরিচালক, জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি; মোঃ জাকির হোসেন, উপ-মহাপরিচালক, কলকারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর; নার্গিস জাহান বানু, সিনেট সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; সালেহা বেগম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, গ্রামীণ শক্তি সামাজিক ব্যবসা; মাসুমা রহমান, আইন কর্মকর্তা, জাতীয় আইনগত প্রদান সংস্থা; আবুল হোসাইন, সভাপতি, ঢাকা মহানগর, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি; রাজেকুজ্জামান রতন, সাধারণ সম্পাদক, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট; গার্মেন্টস শ্রমিক নেতা বাহরানে সুলতান বাহার, তৌহিদুর রহমান, মোঃ ইলিয়াস, নারী নেত্রী সাহিদা সরকার, শবনব হাফিজ প্রমুখ।

জাতীয় গার্হস্থ্য নারীশ্রমিক ইউনিয়ন

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে জাতীয় গার্হস্থ্য নারীশ্রমিক ইউনিয়ন গার্হস্থ্য শ্রমের স্বীকৃতি, গৃহশ্রমিকের অধিকার-মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় আইন প্রণয়ন ও নীতিমালা বাস্তবায়নের দাবিতে ৭ মার্চ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে গৃহশ্রমিক সমাবেশ ও বর্ণাঢ্য র‍্যালি করে। সংগঠনের সভাপতি আমেনা বেগমের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন: জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক ডা.ওয়াজেদুল ইসলাম খান, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন, জাতীয় গার্হস্থ্য নারীশ্রমিক ইউনিয়নের উপদেষ্টা আবুল হোসেন, সংগঠনের কার্যকরী সভাপতি জোবায়দা পারভীন, জাতীয় গার্হস্থ্য নারীশ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মুর্শিদা আখতার প্রমুখ।

প্রগতিশীল গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন

প্রগতিশীল গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৭ উপলক্ষে ৮ মার্চ তৈরি পোশাক খাতে মাতৃত্বকালীন ছুটি প্রদান

এবং ৬ মাস মাতৃত্বকালীন ছুটির দাবিতে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন করে। সংগঠনের সভাপতি রাজিয়া বেগমের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন: সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কামরুন্নাহার, সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউর রাফি ও আইন বিষয়ক সম্পাদক এডভোকেট জাকির হোসেন।

সম্মিলিত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন

কর্মস্থলে নারীশ্রমিকের নিরাপত্তা, আইনি সুরক্ষা এবং সমঅধিকার, বাঁচার মত ও যুগোপযোগী মজুরি এবং নারীর অর্থনৈতিক মুক্তিকে প্রতিপাদ্য করে সম্মিলিত গার্মেন্টেস শ্রমিক ফেডারেশন আন্তর্জাতিক নারী দিবস'১৭ উদযাপন উপলক্ষে ৮ মার্চ জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববান্ধন ও র‍্যালি করে। বক্তব্য রখেন: সম্মিলিত গার্মেন্টেস শ্রমিক ফেডারেশন এর সভাপতি নাজমা আক্তার, মমতাজ বেগম, নাসিরুদ্দিন, শামিমা সুলতানা, সৈকত চৌধুরী, অন্তরা, আলমগীর হোসেন, সারোয়ার হোসেন, আরিফুজ্জামান, ইয়াহিয়া খাঁন, মনির হোসেন সহ আরো অনেকে।

গ্রীন বাংলা গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন

মহান মে দিবস উপলক্ষে ১ মে গ্রীন বাংলা গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ, লাল পতাকা ও বর্ণাঢ্য র‍্যালি করে। সংগঠনের সভাপতি সুলতানা বেগমের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন: সাধারণ সম্পাদক মো. ইলিয়াছ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খাদিজা রহমান ও কর্মসূচিতে উপস্থিত শ্রমিক ভাই ও বোনেরা। সমাবেশে বক্তারা মে দিবস উপলক্ষে স্থায়ী মজুরি কমিশন গঠন, অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও নারীশ্রমিকদের ৬ মাস মাতৃত্বকালীন ছুটিসহ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতের দাবি জানায়।

জাতীয় শ্রমিক জোট বাংলাদেশ

জাতীয় শ্রমিক জোট-বাংলাদেশ শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি এবং শ্রম আইন বাস্তবায়নের দাবিতে বঙ্গবন্ধু এভিনিউর সামনে, সমাবেশ ও র‍্যালির মধ্য দিয়ে মহান মে দিবস উদ্‌যাপন করে। সংগঠনের সভাপতি শিরীন আখতার এমপি'র সভাপতিত্বে সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, এমপি। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন: সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নাইমুল আহসান জুয়েল, জাতীয় নারীশ্রমিক জোটের সভাপতি উম্মে হাসান ঝলমল, জাতীয় শ্রমিক জোট-বাংলাদেশের নারী বিষয়ক সম্পাদক শাহিন আক্তার ও বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক জোটের সভাপতি রোকেয়া সুলতানা আঞ্জু প্রমুখ।

জাতীয় শ্রমিক জোট

মহান মে দিবস উপলক্ষে জাতীয় শ্রমিক জোটের সহ-সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ এর সভাপতিত্বে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও র‍্যালি করে জাতীয় শ্রমিক জোট। উক্ত কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন: জাতীয় শ্রমিক জোটের সভাপতি মেসবাহ্ উদ্দিন আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক নুরুল আমিন, সদস্য হেনা চৌধুরী, পারুল আক্তার প্রমুখ। বক্তারা আইএলও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ পূর্ণ বাস্তবায়ন, ন্যূনতম মজুরি ১৫,০০০ টাকা ঘোষণা ও বাস্তবায়ন এবং ইপিজেডসহ সকল শিল্প কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত করার দাবি জানায়।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল

মহান মে দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল গার্হস্থ্য নারীশ্রমিকদেরকে নির্যাতন বন্ধ ও নির্যাতনকারীদের শাস্তির দাবিতে র‍্যালি করে এবং গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্কের মানববন্ধনে অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন: বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের নারী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক শামসুন্নাহার লতা, দফতর সম্পাদক সিদ্দিকা মহল, মহিলা বিষয়ক সহ-সম্পাদক হামিদা খাতুন প্রমুখ।

বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন

মহান মে দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য আবাসন ব্যবস্থা, বাঁচার জন্য ন্যূনতম মজুরি, ছাঁটাই ও নির্যাতন বন্ধের দাবিতে প্রেসক্লাবের সামনে মানবন্ধন করে। জাহানারা বেগমের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন: বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সহ-সভাপতি আসাদ মাসুদ, সাধারণ সম্পাদিকা সাবিনা ইয়াসমিন, সাংগঠনিক সম্পাদক তমিজউদ্দিন তনু প্রমুখ।

পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রমিকের খবর

তৈরি পোশাক কারখানায় পরিবেশবান্ধব কারখানা স্থাপন

রানা প্লাজা ভবন ধসে শত শত শ্রমিকের হতাহতের ঘটনায় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক কারখানা বিরূপ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। তৈরি পোশাক কারখানার কর্মপরিবেশ উন্নয়নে বায়ারদেরও চাপ অব্যাহত থাকে। পরিবেশবান্ধব কারখানা তৈরিতে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক কারখানায় ইতিমধ্যে এক নীরব বিপ্লব সূচিত হয়েছে। ৬৭টি কারখানা গ্রীন হিসেবে সনদ পেয়েছে। পাইপলাইনে রয়েছে আরো ২২৭টি কারখানা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারখানা ইতিমধ্যে স্বীকৃতিও লাভ করেছে। বিজিএমইএ'র হিসাব মতে, এ পর্যন্ত ৬৭টি গার্মেন্ট ও টেক্সটাইল কারখানা 'গ্রীন ফ্যাক্টরি' হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের গ্রীন বিল্ডিং কাউন্সিলের (ইউএসজিবিসি) স্বীকৃতি পেয়েছে। সূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক ৭ মে, ২০১৭।

দারুস সালামে শিশু গৃহকর্মী নির্যাতন গৃহকর্ত্রী রিমান্ডে

জাহানারা খাতুন চুমকি (১০) গৃহকর্ত্রী সুরভী ইসলামের বাসায় গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করত। গত ২০ এপ্রিল রাতে খুন্তি গরম করে গৃহকর্ত্রী সুরভী ইসলাম তার কপাল, পিঠ ও হাতে ছাঁকা দেয়। শুধু ছাঁকা দিয়েই ক্ষান্ত হননি সুরভী পিটিয়ে চুমকীকে গুরুতর আহত করে। একটি মানবাধিকার সংস্থা খবরটি জানতে পেরে থানায় অভিযোগ করলে দারুস সালাম থানার পুলিশ চুমকিকে উদ্ধার করে। এ ঘটনায় দায়েরকৃত মামলায় সুরভিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়। সূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক ৫ এপ্রিল, ২০১৭।

কর্মক্ষেত্রে নারীশ্রমিকের মাতৃত্বকালীন ছুটি নিশ্চিত করতে হবে

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল এদেশের নারীশ্রমিক। তা সত্ত্বেও এদেশের নারীশ্রমিকেরা কর্মস্থলে বৈষম্যসহ নানা রকম বৈষম্যের শিকার। বাংলাদেশ শ্রম আইনে মাতৃত্বকালীন ছুটির সুবিধা নারীশ্রমিকদের একটি বিশেষ অধিকার। কিন্তু প্রায়শইঃ নারীশ্রমিকেরা এই অধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়ে থাকেন। আসুন, আমরা জেনে নেই বাংলাদেশ শ্রম আইনে মাতৃত্বকালীন সুবিধার বিষয়ে কি বলা আছে-

২০০৬ সালের শ্রম আইনের চতুর্থ অধ্যায়ে মাতৃত্বকালীন ছুটি ও এ সময় বিশেষ সুবিধাদির বিশেষ বিধান সম্পর্কে বলা হয়েছে। আইনটির ৪৫ ধারায় বলা হয়েছে , সন্তান প্রসবের পরবর্তী আট সপ্তাহ পর্যন্ত কোন নারীশ্রমিক কারখানায় কাজ করবেন না। আইনের ৫০ ধারা অনুযায়ী কোন নিয়োগকর্তা যদি জেনে থাকেন যে, তার কারখানার কোন নারীশ্রমিক অন্তঃসত্ত্বা এবং আগামী ১০ সপ্তাহের মধ্যে তিনি সন্তান প্রসব করতে পারেন, এমতাবস্থায় ওই শ্রমিককে তিনি এমন কোনো কষ্টকর কাজে নিয়োগ করবেন না, যার কারণে অনাগত শিশুটি মায়ের গর্ভে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ৫০ ধারা মতে, কোন নারীশ্রমিককে সন্তান প্রসবের পূর্বের ৬ মাস কিংবা সন্তান প্রসবের পরবর্তী আট সপ্তাহের মধ্যে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়া যাবে না।

নারীশ্রমিকের অধিকার

শ্রমআইনে মাতৃত্বকালীন সুবিধা

আইনটির ৪৬ নং ধারা অনুসারে কোন শিল্প-কারখানায় নিয়োজিত নারীশ্রমিক সন্তান প্রসবের আগে এবং পরে আট সপ্তাহ করে মোট ষোল সপ্তাহ মাতৃত্বকালীন সুবিধার অধিকারী হবেন। এই ষোল সপ্তাহ প্রসূতি নারীশ্রমিক মাতৃত্বকালীন ছুটি পাবেন এবং একটি নির্দিষ্টহারে ভাতা পাবেন। তবে মাতৃত্বকালীন এসব সুবিধা পেতে একজন নারীশ্রমিককে সেই নিয়োগকর্তার অধীন সন্তান প্রসবের পূর্বে কমপক্ষে ছয়মাস কাজ করতে হবে। দুই বা ততোধিক সন্তান জীবিত থাকলে মাতৃত্বকালীন আর্থিক সুবিধা পাওয়া যাবে না, কেবল মাতৃত্বকালীন ছুটি পাওয়া যাবে। মাতৃত্বকালীন সুবিধা পেতে নারীশ্রমিককে মৌখিক কিংবা লিখিত আকারে নিয়োগকর্তা বরাবর নোটিশ দিতে হবে যে, নোটিশের আট সপ্তাহের মধ্যে তাহার সন্তান প্রসবের সম্ভাবনা আছে। আর যদি কোন নোটিশ প্রদান না করা হয় তাহলে ঐ নারীশ্রমিককে সন্তান প্রসবের পর থেকে সাতদিনের মধ্যে তার নিয়োগকর্তা বরাবর এই মর্মে নোটিশ দিতে হবে যে, এরই মধ্যে তিনি একজন সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। সন্তান প্রসবের পর এই নোটিশ দেয়া হলে ঐ নারীশ্রমিক কেবল সন্তান প্রসবের পরবর্তী আট সপ্তাহ পর্যন্ত ছুটির অনুমতি পাবেন।

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এর ধারা অনুযায়ী, কোন মালিক প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা সংক্রান্ত কোন বিধান লংঘন করলে তিনি পঁচিশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

সম্পাদনা: রাহেলা রব্বানী, পরিকল্পনা ও পরামর্শ: রোকেয়া রফিক, সমন্বয়: হাসিনা আক্তার নাইনু। নকশা ও মুদ্রণ: রেডলাইন প্রকাশক: নারীশ্রমিক কণ্ঠ, সচিবালয়: কর্মজীবী নারী, ৬৭/বি ইন্দিরা রোড, পশ্চিম রাজাবাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫; ফোন: ৯১৩৫৯৭৭; ফ্যাক্স: ৯১১৯৯৫৪; ইমেইল: knari@agni.com; ওয়েবসাইট: www.karmojibinari.org.bd; Facebook: Facebook.com/Karmojibi Nari
সহযোগিতায়: ফ্রেডরিক-এবার্ট-স্টিফটুং (এফইএস) Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Editor: Rahela Rabbani. Plan and Advise: Rokeya Rafique. Coordination: Hasina Akhter Nainu. Published by: Nari Sramik Kantho. Secretariat: Karmijibi Nari. Supported by: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). Cover Design Illustration & Printing: redline

FRIEDRICH EBERT STIFTUNG

কর্মজীবী নারী
KARMOJIBI NARI